29 APR 2017

নিরাপত্তাহীনতায় কিশোরীর শিক্ষাজীবন

● আঞ্জুমান আরা

ছোটবেলা থেকেই রেবেকার (ছদ্মনাম) ইচ্ছে ছিল ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার তো দূরে কথা, কলেজে ওঠার সৌভাগ্যও হয়নি রেবেকার। এর জন্য দায়ী আমাদের সামাজিক অবক্ষয়। মফস্বলে বড় হওয়া রেবেকাকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় স্কুলে যাওয়ার পথে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করত মহল্লার কয়েকজন বখাটে ছেলে। বখাটেরা অশালীন কথা বলা ও অঙ্গ ভঙ্গি করা, আপত্তিকর প্রস্তাব দেওয়াসহ নানাভাবে উত্ত্যক্ত করত রেবেকাকে। দিশেহারা হয়ে একদিন মা-বাবাকে ব্যাপারটি জানায় সে। মা-বাবা গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে অভিযোগ করেন। ফল হয় উল্টো। ইভটিজিংয়ের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। ওড়না ধরে টান দেওয়া, পথ আগলে দাঁড়ানো, হুমকি দেওয়াসহ নানাভাবে উত্ত্যক্তের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় বখাটেরা। উপায় না পেয়ে মা-বাবা তড়িঘড়ি করে রেবেকাকে বিয়ে দিয়ে দেন। সেই থেকে রেবেকার ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন মাটি চাপা পড়ে।

এ ঘটনা শুধু রেবেকার জীবনেই নয়। এটা আমাদের দেশের অসংখ্য স্কুলগামী কিশোরীর শিক্ষাজীবন সমাপ্তির প্রতিচ্ছবি। প্রতিবছর অসংখ্য বিদ্যালয় ও কলেজগামী ছাত্রীর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসা-যাওয়ার পথে অশালীন প্রস্তাব, অশালীন মন্তব্য, গায়ে হাত দেওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের উত্ত্যক্ত করা অতঃপর নিরাপত্তাহীনতার কারণে। আর উত্ত্যক্তকারীরা শুধু শিক্ষাজীবন নয়, রিশার মতো অসংখ্য ছাত্রীর জীবনপ্রদীপও নিভিয়ে দিচ্ছে কুপ্রস্তাবে সাড়া না পেয়ে। আবেগের বশবর্তী হয়ে অনেক কিশোরী আবার আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজেই মুক্তি খুঁজে নিচ্ছে উত্ত্যক্তকারীদের হাত থেকে। উত্ত্যক্তকারীদের কথিত প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হলে হামলা, অপহরণ, সম্ভ্রমহানি এমনকি অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটছে অহরহ।

গত কয়েক দশকে যে সামাজিক ব্যাধিটি ভয়াবহ আকারে বিস্তার লাভ করেছে, তা হচ্ছে ইভটিজিং। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিবাদ জানালে ফল হচ্ছে উল্টো। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়েশা খানম জানান, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বখাটেরা এলাকার প্রভাবশালীদের সন্তান। এ কারণে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস পান না। অভিযোগ করলেও হুমকি এবং প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণে উত্ত্যক্তকারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। উপরন্তু নানা রকম ভয়ভীতি আর নিরাপত্তাহীনতার চিন্তা করে অভিভাবকরা কিশোরীদের বিয়ে দিয়ে দেন। গ্রামাঞ্চল এমনকি শহরেও অভিভাবকদের একটি বড় অংশ কিশোরীদের বাল্যবিয়ে দিতে বাধ্য হন শুধু নিরাপত্তাহীনতার কারণে। এতে ধ্বংস হচ্ছে কিশোরীদের শিক্ষাজীবন। এ থেকে বেরিয়ে আসতে প্রশাসনকে আরও কঠোর হতে হবে, পাশাপাশি আমাদেরও আরও সচেতন হতে হবে।'

পুরুষের তুলনায় আমাদের দেশে নারীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হারের তুলনায় উচ্চশিক্ষার হার অনেক কম। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ে বর্তমানে ভর্তির হার শতকরা ৯১ ভাগ, যার মধ্যে মেয়েশিশুরা ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে (যথাক্রমে ৯৪ দশমিক ৭ শতাংশ ও ৮৭ দশমিক ৮ শতাংশ) থাকা সত্ত্বেও ইভটিজিং, নিরাপত্তাহীনতা, পারিবারিক অনীহাসহ নানা কারণে প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাসের হার তুলনামূলক মেয়েদের কম। শিক্ষা ছাড়া নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অন্যদিকে নিরাপদ সামাজিক পরিবেশ ছাড়া শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়। কিশোরীদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের পথ সুগম করতে সরকারকে আরও কঠোর হতে হবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও কঠোর হস্তে দমন করতে হবে উত্ত্যক্তকারীদের।